বাংলা with মুসাফির রাহাদ

বাক্যের আঁকিবুঁকি

- ✓ বিরামের আরাম

MUSAFIR RAHAD

মুসাফির রাহাদ

বিএ(অনার্স),এমএ(বাংলা)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

লেকচারার (বাংলা)
শহীদ আনোয়ার কলেজ,ঢাকা ক্যাটনমেন্ট
মুন্সি আব্দুর অউফ কলেজ,পিলখানা বিজিবি ex
বিএএফ শাহীন কলেজ ঢাকা ex

01687 600 698
YouTube - Musafir Rahad
Facebook – Musafir Rahad Sir

বাক্য প্রকরণ

বাক্য: পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক পদ একত্র হয়ে একটি সম্পূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করলে তাকে বাক্য বলে। যেমন- আমার বাবা গতকাল এসেছেন।

➡ বাক্য প্রকরণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি:

উদ্দেশ্য ও বিধেয়: মনোভাব সম্পূর্ণ প্রকাশের জন্য কতিপয় শব্দ সহযোগে বাক্য গঠিত হয়। যে কোনো বাক্যেই কাউকে উদ্দেশ্য করে কোনো কিছু বলা হয়। এ বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বাক্যের প্রধান অঙ্গ দুটি

(A. উদ্দেশ্য এবং (B. বিধেয়।

(A. উদ্দেশ্য- যাকে উদ্দেশ্য করে বা যার উদ্দেশ্যে বা সম্বন্ধে কোনো কিছু বলা হয় তাকে উদ্দেশ্য পদ বলে।

(B. বিধেয়- উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয় তাকে বিধেয় বলে।

''ছাত্রটি পড়ছে'- এ বাক্যে দুটি পদ- বিশেষ্য পদ 'ছাত্রটি' এবং ক্রিয়াপদ 'পড়ছে' । এ বাক্যে ছাত্রটির সম্বন্ধে কিছু বলা হচ্ছে বলে 'ছাত্রটি' উদ্দেশ্য পদ এবং 'পড়ছে' ক্রিয়া পদটি বিধেয় পদ।

Z বাক্যের তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক। যথা-

(১) আকাঙ্ক্ষা (২) আসত্তি (৩) যোগ্যতা।

১. আকাঙ্ক্ষা: বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা তা-ই আকাঙ্ক্ষা।

যেমন- 'আমি বাড়ি গিয়ে'- বললে বাক্যটি সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করে না, আরও কিছু শোনার ইচ্ছা হয়। বাক্যটি এভাবে লেখা যায় : আমি বাড়ি গিয়ে পড়তে বসলাম। এখানে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়েছে বলে এটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য।

২. আসত্তি: মনোভাব প্রকাশের জন্য বাক্যে শব্দগুলো এমনভাবে পর পর সাজাতে হবে যাতে মনোভাব প্রকাশ বাধাগ্রস্ত না হয়। বাক্যের অর্থ সঙ্গতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসই আসত্তি। যেমন-

উচিত থাকা মাঝেই সবার দেশপ্রেম। এ বাক্যের পদগুলো সঠিক ভাব সাজানো হয়নি বলে বাক্যটি আসত্তি হারিয়েছে। বাক্যটি যথাযথভাবে সাজালে হয়- সবার মাঝেই দেশপ্রেম থাকা উচিত।

৩. যোগ্যতা: বাক্যস্থিত পদসমহের অন্তর্গত এবং ভাবগত মিলবন্ধনের নাম যোগ্যতা। যেমন- পাখি আকাশে উড়ে- এটি একটি যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য। কারণ, বাক্যটিতে পদসমহের অর্থগত এবং ভাবগত সমন্বয় রয়েছে। কিন্তু 'গরম্ন আকাশে উড়ে' বললে বাক্যটি ভাব প্রকাশের যোগ্যতা হারাবে। কারণ গরম্ন আকাশে উড়তে পারে না।

শব্দের যোগ্যতার সঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জড়িত থাকে:

ক. উপমার ভুল প্রয়োগ : ঠিকভাবে উপমা অলংকার ব্যবহার না করলে যোগ্যতার হানি ঘটে। যেমন- আমার হৃদয়-মন্দিরে আশার বীজ উপ্ত হল।

বীজ ক্ষেতে বপন করা হয়, মন্দিরে নয়। বাক্যটি হওয়া উচিত। আমার হৃদয় ক্ষেত্রে আশার বীজ উপ্ত হল।

খ. গুরুচ-ালী দোষ : তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশীয় শব্দের প্রয়োগ কখনো গুরুচ-ালী দোষ সৃষ্টি করে। এ দোষে দুষ্ট শব্দ তার যোগ্যতা হারায়। 'গরম্নর গাড়ি' 'শবদাহ' মড়াপোড়া প্রভৃতি স্থলে যথাক্রমে গরম্নর শকট, শবপোড়া, মড়াদাহ প্রভৃতির ব্যবহার গুরুচ-ালী দোষ সৃষ্টি করে।

গ. দুর্বোধ্যতা: অপ্রচলিত, দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে বাক্যের যোগ্যতা হারায়। যেমন- তুমি আমার সঙ্গে প্রপঞ্চ করেছ। (চাতুরী বা মায়া অর্থে প্রপঞ্চ ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু বাংলায় প্রপঞ্চ শব্দটি অপ্রচলিত)।

ঘ. বাহুল্য-দোষ : প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার বাহুল্য দোষ ঘটে এবং এর ফলে শব্দ তার যোগ্যতা গুণ হারিয়ে থাকে। যেমন- সব কর্মকর্তাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

এখানে 'কর্মকর্তাগণ' বহুবচনবাচক শব্দ। এর সঙ্গে 'সব' শব্দটির অতিরিক্ত ব্যবহার বাহুল্য- দোষ সৃষ্টি করেছে।

ঙ) বাগধারার শব্দ পরিবর্তন : বাগধারা ভাষাবিশেষের ঐতিহ্য। এর যথেচ্ছ পরিবর্তন করলে শব্দ তার যোগ্যতা হারায়। যেমন- 'অরণ্যে রোদন' (অর্থ : নিস্ফল আবেদন)-এর পরিবর্তে যদি বলা হয়, বনে ক্রন্দন তবে বাগধারাটি তার যোগ্যতা হারাবে।

➡ বাক্যের গঠনগত শ্রেণি বিভাগ:

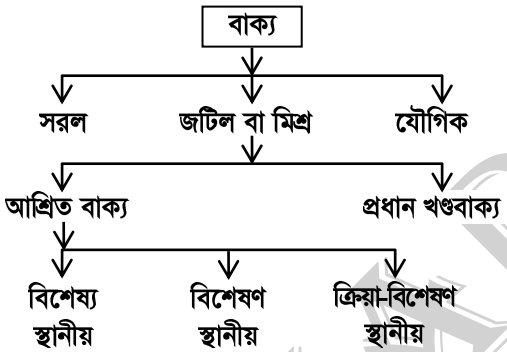

(১) সরল বাক্য: যে বাক্যে একটি মাত্র কর্তা (উদ্দেশ্য) এবং একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়) থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যথা: পুকুরে পদ্ম ফুল জন্মে।

(২) মিশ্র বা জটিল বাক্য: যে বাক্যে একটি প্রধান খ- বাক্যের এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য পরস্পর সাপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়, তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে।

এ বাক্যে একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল হবে। এতে একটি প্রধান খ-বাক্য ও আশ্রিত বাক্য থাকবে। এতে সাপেক্ষ সর্বনাম: যে- সে, যা-তা, যিনি-তিনি, যারা-তারা ইত্যাদি ও নিত্যসম্বন্ধীয় অব্যয়: যদি, যখন, তব,তখন, যেমন- তেমন, বরং, তবু, যেহেতু-সেহেতু, সেজন্যে, যেইনা-অমনি ইত্যাদি দ্বারা যুক্ত থাকবে। এছাড়া এ বাক্যের সাথে কমা চিহ্ন থাকবে।

যথা: যে পরিশ্রম করে, সেই সুখ লাভ করে।
আশ্রিত বাক্য প্রধান খ- বাক্য

➡ মিশ্র বা জটিল বাক্যের কয়েকটি গুরুত্বপর্ণ উদাহরণ:

১. যেহেতু পড়াশোনা করেছ, সেহেতু কৃতকার্য হবেই।
২. লেখাপড়া করে যে, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে।
৩. ধনধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা।
৪. যে ব্যক্তির মাথায় বুদ্ধি নেই, সে পরের সমালোচনায় উদ্বিগ্ন হয়।
৫. লেখাপড়া বিষয়ে তার যে গভীর অনুরাগ ছিল, একথা বলা যায় না।
৬. তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, সখিনা বিবির কপাল ভাঙল।
৭. যারা ভালো ছাত্র, তারা শিক্ষককে শ্রদ্ধা করে।
৮. যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই একথা বিশ্বাস করবে।
৯. আমি মাঠে গিয়ে দেখলাম, খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে।
১০. যেহেতু তুমি প্রথম হয়েছে, সেহেতু পুরস্কার তুমিই পাবে।

প্রধান খ-বাক্য: যে বাক্যটি সমাপ্তি টানে এবং স্বাধীনভাবে ব্যবহার হতে পারে।

যেমন: যে ভিক্ষা চায়,তাকে দান কর।
আশ্রিতবাক্য প্রধান খ-বাক্য

৩. যৌগিক বাক্য : পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা মিশ্র বাক্য মিলিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত নিরপেক্ষ বাক্যগুলো এবং, ও, কিন্তু, অথবা, অথচ, কিংবা, বরং, তথাপি প্রভৃতি অব্যয়যোগে সংযুক্ত থাকে।

যথা: জননেতা জনগণকে উৎসাহিত করলেন বটে, কিন্তু পথ দেখাতে পারলেন না।

MUSAFIR RAHAD

✹ যৌগিক বাক্যের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ:

১. সে না এলে তুমি যাবে না, কিন্তু সে বলে পাঠিয়েছে যে তার আসতে দেরি হবে।
২. মিথ্যা কথা বলি নি, তাই বিপদে পড়েছি।
৩. তিনি অত্যন্ত দরিদ্র কিন্তু তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ।
৪. উদয়াস্ত পরিশ্রম করব, তথাপি অন্যের দ্বারস্থ হব না।
৫. গিয়াস পড়াশোনা করেছিল প্রচুর কিন্তু পরীক্ষায় পাস করে নি।
৬. তিনি আমাকে দশটি টাকা দিলেন এবং বাড়ি যেতে বললেন।
৭. মানুষ সর্যোদয়ে আনন্দিত হয় এবং রাত্রির আগমনে পুলকিত হয়ে থাকে।
৮. তার বয়স হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি হয় নি।
৯. মোহিতলাল মজুমদার ভালো অধ্যাপক ছিলেন এবং তিনি বেশ কিছু গুরুত্বপর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন।
১০. জননেতা জনগণকে উৎসাহিত করলেন বটে, কিন্তু কোনো পথ দেখাতে পারলেন না।

➡ বাক্যের অর্থগত শ্রেণিবিভাগ

অর্থানুসারে বাক্যকে সাত ভাগে ভাগ করা যায় :

১। বর্ণনাত্মক বা নির্দেশাত্মক বাক্য : সর্য পশ্চিম দিকে অস্ত যায়।
বর্ণনাত্মক বা নির্দেশাত্মক বাক্য দুই প্রকার। যথা-
A. অস্তিবাচক বাক্য : এ কাজটি তোমার দ্বারাই সম্ভব।
B. নেতিবাচক বাক্য : তুমি ছাড়া এ কাজটি সম্ভব নয়।
২। প্রশ্নবোধক বাক্য : তুমি কি এতক্ষণ বাড়িতে ছিলে?
৩। অনুজ্ঞাবাচক বাক্য : সদা সত্য কথা বলিও।
৪। ইচ্ছা বা প্রার্থনাসচক বাক্য : তোমার মঙ্গল হোক।
৫। কার্যকারণাত্মক বাক্য : মন দিয়ে পড়ালেখা না করলে পাস করা যায় না।
৬। সংশয়সচক বা সন্দেহদ্যোতক বাক্য : সম্ভবত আগামী অক্টোবরে আমি অস্ট্রেলিয়া যাব।
৭। আবেগসচক বাক্য : বাহ! কি চমৎকার দৃশ্য।

অনুশীলন

01. 'সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।' বাক্যটি-
A. সন্দেহবাচক B. অনুজ্ঞাবাচক
C. ইচ্ছাবাচক D. কার্যকারণবাচক

02. "সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি" এটা কোন বাক্য?
A. সরল B. যৌগিক
C. জটিল D. মিশ্র

03. 'পরিণতি' বোঝাতে কোন বাক্যটি প্রযোজ্য?
A. তুমি গেলে আমিও যাব
B. ভাত খেয়ে রওনা দিব
C. বৃষ্টিতে ভিজলে জ্বর হবে D. রোদ উঠলেও উঠতে পারে।

04. 'লোকটি দরিদ্র হলেও সৎ'- বাক্যটির যৌগিক রূপ কী?
A. লোকটি দরিদ্র এবং সৎ B. লোকটি দরিদ্র কিন্তু সৎ
C. লোকটি যদিও দরিদ্র তবুও সৎ
D. যদিও লোকটি দরিদ্র বটে তথাপি সৎ

05. সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণে বাক্য কোন্ দোষে দুষ্ট হয়?
A. গুরুন্নচ-ালী দোষ B. আঞ্চলিক দোষ
C. বাহুল্য দোষ D. উৎপ্রেক্ষা দোষ

06. কোনটি বাক্যের গুণ নয়?
A. আকাঙ্ক্ষা B. আসক্তি
C. যোগ্যতা D. আসত্তি

07. 'কাব্যগ্রন্থ' শব্দটিতে কোন দোষ ঘটেছে?
A. উপমার ভুল প্রয়োগ B. গুরুন্নচ-ালী
C. বাগধারার ভুল প্রয়োগ D. বাহুল্য

08. নিম্নের কোনটি ভাববাচ্যের বাক্য?
A. চোরটা ধরা পড়েছে B. রোগী পথ্য সেবন করে
C. কোথা থেকে আসা হচ্ছে D. আসামিকে জরিমানা করা হয়েছে

09. 'ভিক্ষুকটা যে পিছনে লেগেই রয়েছে, কী বিপদ' - এই বাক্যের 'কী' কী ভাব প্রকাশ করছে?
A. ভয় B. রাগ
C. বিরক্তি D. বিপদ

10. বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক- কোন্ ধরনের বাক্য?
A. অনুজ্ঞাসূচক B. বিবৃতিমূলক
C. প্রার্থনাসূচক D. বিস্ময়সূচক

11. কোন বাক্যটি শুদ্ধ?
A. রাতদুপুর থেকে সৌন্দর্য বর্জনের কাজ
B. সৈয়দ শামসুল হককে সব্যসাচী লেখক বলা হয়
C. কম খরচে বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করা হয় এখানে
D. আমার আর বাচিঁবার স্বাদ নাই

12. 'তুমি আসবে বলে আমি অপেক্ষা করছি।' এটি কোন ধরনের বাক্য?
A. জটিল B. যৌগিক
C. যোগরূঢ় D. সরল

13. 'ব্যাপারটি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে ফল ভালো হবে না'- কোন ধরনের বাক্য?
A. ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় খ-বাক্য
B. বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খ-বাক্য
C. বিশেষ্য স্থানীয় আশ্রিত বাক্য D. যৌগিক বাক্য

14. কোনটি জটিল বাক্য?
A. মেঘ গর্জন করে, ময়ূর নৃত্য করে
B. স্টেশনে পৌছলাম, আর ট্রেনটিও ছেড়ে দিল
C. তার বয়স হলেও বুদ্ধি হয়নি
D. যেহেতু আমি বহু কষ্ট করেছি, ফলে শিক্ষা লাভ করেছি

15. প্রত্যক্ষ উক্তির জন্য ব্যবহৃত
A. কোলন B. রেখা চিহ্ন
C. উদ্ধৃত্তি চিহ্ন D. কমা

16. 'একাজ করা ঠিক হয় নি।'- কোন ধরনের বাক্য?
A. বিস্ময়সূচক B. অনুজ্ঞাসূচক
C. প্রার্থনাসূচক D. বিবৃতিমূলক

17. 'আমি চট্টগাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের কোন একটি বিভাগে ভর্তি হতে চাই।'- কোন্ ধরনের বাক্য?
A. সরল বাক্য B. জটিল বাক্য
C. যৌগিক বাক্য D. খ-বাক্য
E. আবেগ বাক্য

18. 'পরীক্ষায় উত্তর লিখব অথচ কলমে কালি ফুরিয়ে গেল'- কোন্ ধরনের বাক্য?
A. সরল B. জটিল
C. যৌগিক D. নেতিবাচক

19. 'আমরা জানতাম, বাংলাদেশ জিতবেই'- কোন্ ধরনের বাক্য?
A. সরল B. জটিল
C. যৌগিক D. নেতিবাচক

MUSAFIR RAHAD

20. 'পরীক্ষা ভালো হলে ভর্তি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।'- কোন ধরনের বাক্য.

A. সরল B. জটিল
C. যৌগিক D. নেতিবাচক

উত্তরমালা									
01	C	02	A	03	C	04	B	05	A
06	B	07	D	08	C	09	C	10	C
11	B	12	D	13	D	14	C	15	C
16	D	17	A	18	C	19	B	20	A

সমাধান করুন

01. 'শিশির যখন কোলে তখন তাহার মার মৃত্যু হয়।' বাক্যটি–

A. সকল B. যৌগিক
C. জটিল D. খ-

02. 'সে না এলে তুমি যাবে না, সে বলে পাঠিয়েছে যে তার আসতে দেরি হবে।' –কোন ধরনের বাক্য?

A. মিশ্র বাক্য B. জটিল বাক্য
C. সরল বাক্য D. যৌগিক বাক্য

03. 'তার বয়স বেড়েছে কিন্তু বুদ্ধি বাড়েনি'– কোন ধরনের বাক্য?

A. যৌগিক B. সরল
C. মিশ্র D. জটিল

04. 'আষাঢ়-শ্রাবণ দুই মাস বসন্কাল'– কোন ধরনের বাক্য?

A. প্রাঞ্জলতা B. যোগ্যতা
C. আসক্তি D. আকাঙ্ক্ষা

05. নিচের কোনটি সরল বাক্য?

A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য এখন থেকেই তোমার পড়া উচিত।
B. তাঁর টাকা আছে, কিন্তু তিনি দান করেন না।
C. যদিও তাঁর টাকা আছে, তথাপি তিন দান করেন না
D. এখন থেকেই তোমার পড়া উচিত, তবেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে

06. 'সকল আলেমগণ আজ উপস্থিত' বাক্যটি কোন দোষে দুষ্ট?

A. গুরন্নচন্ডালী B. দুর্বোধ্যতা
C. বিদেশী শব্দ দোষে D. বাহুল্য

07. 'দোষ স্বীকার কর, তোমাকে কোন শাস্তি দিব না'- এটি কোন ধরনের বাক্য?

A. মিশ্র B. জটিল
C. যোগিক D. সরল

08. 'রাত্রির অবসানে সূর্যের উদয় হয়।' বাক্যটি কোন ধরনের?

A. সরল বাক্য B. জটিল বাক্য
C. যৌগিক বাক্য D. কোনটিই নয়

09. 'সে গান গায়, আমি শুনি।' বাক্যটি কোন ধরনের?

A. সরল বাক্য B. মিশ্র বাক্য
C. যৌগিক বাক্য D. কোনটিই নয়

10. 'যারা ধার্মিক, তারা সুখী, এটি কোন ধরনের বাক্য?

A. জটিল B. সরল
C. যৌগিক D. বিস্ময়সূচক

বাক্য রূপান্তর

বাক্য রূপান্তরের কতিপয় অতিরিক্ত উদাহরণ

A. নেতিবাচক বাক্য থেকে অস্তিবাচক বাক্য ঃ

১। নেতিবাচক : মাছ পাওয়া যায় তো তেল পাওয়া যায় না।
অস্তিবাচক : মাছ পাওয়া যায় তো তেল দুর্লভ।

২। নেতিবাচক : তুমি ন্যায় কাজ করনি।
অস্তিবাচক : তুমি অন্যায় কাজ করেছ।

৩। নেতিবাচক : ওকে চেনাই যায় না।
অস্তিবাচক : ওকে চেনাই কঠিন।

৪। নেতিবাচক : অভিজ্ঞতা না থাকলে বোঝা যায় না।
অস্তিবাচক : অভিজ্ঞতা না থাকলে বোঝা বড় কঠিন।

৫। নেতিবাচক : আমরা যুদ্ধে জিততে পারলাম না।
অস্তিবাচক : আমরা যুদ্ধে হেরে গেলাম।

B. নির্দেশসচক বাক্য থেকে প্রশ্নবোধক বাক্য ঃ

১। নির্দেশসচক : যত্ন না করলে রত্ন পাবে না।
প্রশ্নসচক : যত্ন না করলে কি রত্ন পাবে?

২। নির্দেশসচক : কাল রাত্তির থেকে মেঘের কামাই নাই।
প্রশ্নসচক : কাল রাত্তির থেকে কি মেঘের কামাই আছে ?

৩। নির্দেশসচক : তাহার ফোর্থ ক্লাসে পড়ার ইতিহাস কখনো শনি নাই।
প্রশ্নসচক : তাহার ফোর্থে ক্লাসে পড়ার ইতিহাস কখনো শুনিয়াছি কি?

C. প্রশ্নসচক বাক্য থেকে নির্দেশসচক বাক্য ঃ

১। প্রশ্নসচক : কে না ভুল করে?
নির্দেশসচক : সকলেই ভুল করে ।

২। প্রশ্নসচক : মৃত্যু কি জীবনের শেষ নয় ?
নির্দেশসচক : মৃত্যুই জীবনের শেষ।

৩। প্রশ্নসচক : কেন সময় নষ্ট কর ?
নির্দেশসচক : তোমার সময় নষ্ট করার কোন কারণ নেই ।

D. নির্দেশসচক বাক্য থেকে ইচ্ছাসচক বাক্য ঃ

১। নির্দেশসচক : তোমার মঙ্গল কামনা করি।
ইচ্ছাসচক : তোমার মঙ্গল হোক ।

২। নির্দেশসচক : খোদার নিকট তোমার কল্যাণ কামনা করি।
ইচ্ছাসচক : খোদা তোমার কল্যাণ করন্ন।

৩। নির্দেশসচক : আপনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে।
ইচ্ছাসচক : আপনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক।

E. সরল বাক্য থেকে জটিল বাক্য ঃ

১। সরল : চুল পাকলেও তার বুদ্ধি পাকেনি।
জটিল : যদিও তার চুল পেকেছে, তথাপি তার বুদ্ধি পাকেনি।

২। সরল : মিথ্যা বলার জন্য তোমার পাপ হবে।
জটিল : যেহেতু তুমি মিথ্যা বলেছ, তাই তোমার পাপ হবে।

৩। সরল : আপনি গেলে আর ভাবনা কি?
জটিল : যদি আপনি যান, তাহলে আর ভাবনা কি?

চ. জটিল বাক্য থেকে সরল বাক্য :

১। জটিল : যারা নিবোর্ধ, তারা এই কথা বিশ্বাস করে।
সরল : নির্বোধেরাই এই কথা বিশ্বাস করে।

২। জটিল : যারা ধার্মিক, তারা সুখী।
সরল : ধার্মিক ব্যক্তিরা সুখী।

৩। জটিল : যার গুণ আছে, সে বিনয়ী হয়।
সরল : গুণী লোক বিনয়ী হয়।

ছ. সরল বাক্য থেকে যৌগিক বাক্য :

১। সরল : দরিদ্র হলেও তার মন ছোট নয়।
যৌগিক : সে দরিদ্র, কিন্তু তার মন ছোট নয়।

২। সরল : আমি বহু কষ্টে অর্থ উপার্জন করেছি।
যৌগিক : আমি বহু কষ্ট করেছি, ফলে অর্থ উপার্জন করেছি।

৩। সরল : দরিদ্র হলেও লোকটি সৎ।
যৌগিক : লোকটি দরিদ্র, কিন্তু সৎ।

জ. যৌগিক বাক্য থেকে সরল বাক্য :

১। যৌগিক : সত্য কথা স্বীকার কর, নতুবা শাস্তি পাইবে।
সরল : সত্য কথা স্বীকার করিলে শাস্তি পাইবে না।

২। যৌগিক : ঔষধ খাও, নতুবা মরতে হবে।
সরল : মরতে না চাইলে ঔষধ খাও।

MUSAFIR RAHAD

সমাধান করুন

০১. 'নালিশটা অযৌক্তিক'। কোন ধরনের বাক্য?
A. নেতিবাচক B. অস্বিবাচক
C. অনুজ্ঞাবাচক D. প্রশ্নবাচক E. নির্দেশক

০২. "যে আসল ছিনতাইকারী, পুলিশ তাকেই ধরেছে"- বাক্যটির যথার্থ সরল বাক্য কোনটি?
A. পুলিশ আসল ছিনতাইকারীকে ধরেছে
B. আসলেই পুলিশ ছিনতাইকারীকে ধরেছে
C. পুলিশ তাকেই ধরেছে যে আসল ছিনতাইকারী
D. যে আসল ছিনতাইকারী তাকেই পুলিশ ধরেছে
E. পুলিশ আসল ছিনতাইকারীকেই ধরেছে

০৩. 'প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে।' বাক্যটির নেতিবাচক রূপ নিচের কোনটি?
A. প্রিয়ংবদা যথার্থ কহে নাই B. প্রিয়ংবদা অযথার্থ কহিয়াছে
C. প্রিয়ংবদা অযথার্থ কহে নাই D. সঠিক উত্তর নেই

০৪. 'পৃথিবী চিরস্থায়ী নয়।' এটি কোন ধরনের বাক্য?
A. অস্বিবাচক B. অনুজ্ঞাবাচক
C. ভবিষ্যৎজ্ঞাপক D. নেতিবাচক

০৫. 'প্রত্যেকেই নীরব হয়ে থাকে।'-বাক্যটির নেতিবাচক রূপ-
A. কেউ কোন কথা বলে না B. কারো মুখে কোন কথা সরে না
C. কারো মুখে কোন কথা নেই D. কারো মুখে কোন শব্দ নেই

০৬. 'তিনি অফিসের বাইরে আছেন'—বাক্যটির নেতিবাচক রূপ–
A. তিনি অফিসের ভিতরে আছেন
B. তিনি অফিসে নাই
C. তিন অফিসের ভিতরে নাই D. তিনি অফিসের বাইরে নাই

০৭. অস্বিবাচক বাক্য–
A. আপনি আমায় অবিশ্বাস করেছেন
B. আমি অন্য ঘরে যাব না
C. সে কিছুতেই সন্তুষ্ট নয় D. দুবায়ের বেশি ফোন করিনি

০৮. "কিন্তু বরফ গলিল না" এই নেতিবাচক বাক্যের অস্বিবাচক বাক্য হলো-
A. কিন্তু বরফ যেমন ছিল তেমন রহিল
B. কিন্তু বরফ অপরিবর্তিত রহিল
C. কিন্তু বরফ অগলিত রহিল
D. কিন্তু বরফের কোন পরিবর্তন হইল না

০৯. 'পৃথিবী অচিরস্থায়ী।'–কোন ধরনের বাক্য?
A. অস্বিবাচক B. নেতিবাচক
C. যৌগিক D. মিশ্র

১০. "বিবাহ সম্পর্কে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল।"-এটি কোন ধরনের বাক্য?
A. অস্বিবাচক B. অনুজ্ঞা বাচক
C. নেতিবাচক D. নঞর্থক

১১. 'তুমি আমার কাঁচকলা করবে।'-এখানে 'কাঁচকলা'র ব্যবহার
A. বিরোধার্থক B. অবজ্ঞাসূচক
C. বিস্ময়সূচক D. নঞর্থক

১২. 'তুমি যদি বলো, তাহলে আমি আসতে পারি।'-বাক্যটিতে
A. আশ্রয়-আশ্রিত জটিল B. সাপেড়ো পদযুক্ত জটিল
C. সরল D. যৌগিক

১৩. নিচের কোন বাক্যটি অস্বিবাচক?
A. কিন্তু বরফ গলে না
B. তাঁর আদেশ না মেনে উপায় নেই
C. প্রচলিত ধর্মকর্মে তাঁর প্রবল অনাস্থা
D. কথাটার অর্থ সে বুঝতে পারল না

১৪. নিচের কোন বাক্যটি অনুজ্ঞাসূচক?
A. কোথা থেকে আসছ, ভাই?
B. এমন কাজটি ভুলেও করো না
C. সে এ ব্যাপারে কিছুই জানে না
D. লোকটা কোন কথা না বলে চুপ করে থাকল।

১৫. কোনটি অস্বিবাচক বাক্য?
A. সে বিস্মিত না হয়ে পারে না
B. দেখি, সে শেণীকড়ো অনুপস্থিত
C. গাছটি উপড়াতে কেউ এলো না
D. একথা সে মুখে আনতে পারে না

১৬. "নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।" বাক্যটি
A. যৌগিক B. সরল
C. খন্ড D. জটিল

১৭. 'বোকা হও, নইলে দুঃখ পাও।' এটি হল
A. সরল বাক্য B. মিশ্র বাক্য
C. যৌগিক বাক্য D. কোনটাই না

১৮. 'সূর্য পশ্চিম দিকে ওঠে' বাক্যটিতে কিসের অভাব?
A. যোগ্যতা B. আসত্তি
C. আকাঙড়্ক্ষা D. নৈকট্য

১৯. "যদি সত্যি বল তাহলে মুক্তি পাবে" কোন ধরনের বাক্য?
A. মিশ্র বাক্য B. যুক্ত বাক্য
C. যৌগিক বাক্য D. সরল বাক্য।

২০. 'আমি এ সাড়্গা চাই না।'- সরল বাক্যটির জটিল রূপ-
A. আমি যে এ সাড়্গা চাই না তা নয়।
B. আমিও এ সাড়্গা চাই না।
C. যে-সাড়্গা এ-রকম তাকে আমি চাই না।
D. আমি এ-রকম সাড়্গা চাইতে পারি না।

উত্তরমালা									
01	B	02	C	03	D	04	B	05	B
06	C	07	A	08	C	09	A	10	A
11	B	12	B	13	C	14	B	15	B
16	D	17	C	18	A	19	A	20	C

MUSAFIR RAHAD

যতি বা ছেদ-চিহ্ন

যতি, বিরাম বা ছেদ চিহ্ন এগুলো হলো ব্যাকরণের লিখন কৌশল, যা বাক্য পাঠে পাঠকের মনে অর্থের সুস্পষ্টতা জ্ঞাপন করে।

* যতি, ছেদ বা বিরাম চিহ্নের অপর নাম

দাঁড়ি		**পূর্ণচ্ছেদ**
কমার অপর নাম		**পাদচ্ছেদ**
সেমিকোলন	-	**অর্ধচ্ছেদ**
জিজ্ঞাসা	-	প্রশ্নবোধক
বিস্ময় চিহ্ন	-	আশ্চর্যবোধক চিহ্ন
ড্যাশ চিহ্ন	-	কষি চিহ্ন
ইলেক চিহ্ন	-	লোপ চিহ্ন
হাইফেন চিহ্ন	-	সংযোগ চিহ্ন
ব্রাকেট চিহ্ন	-	বন্ধনী চিহ্ন

≥ এক নজরে বিরাম চিহ্নের বিরতির চিত্রঃ

১ সেকেন্ড থামতে হবে → দাঁড়ি, জিজ্ঞাসা, বিস্ময়, কোলন, কোলন ড্যাশ, ড্যাশ
থামার প্রয়োজন নেই → হাইফেন, ইলেক, ব্রাকেট
১ বলতে যেসময় লাগে → কমা, উদ্ধরণ চিহ্ন
১ বলার দ্বিগুণ থামতে হবে → সেমিকোলন

≥ নিচে বিভিন্ন প্রকার যতি-চিহ্নের নাম, আকৃতি এবং তাদের বিরতি কাল-পরিমাণ নির্দেশিত হল:-

আকৃতি	যতি-চিহ্নের নাম-	বিরতি কাল-পরিমাণ
,	কমা বা পাদচ্ছেদ	১ (এক) বলতে যে সময় প্রয়োজন
;	সেমিকোলন বা অর্ধচ্ছেদ	১ বলার দ্বিগুণ সময়
।	দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ	এক সেকেন্ড
?	জিজ্ঞাসা বা প্রশ্নবোধক চিহ্ন	এক সেকেন্ড
!	বিস্ময় (হর্ষ, বিষাদ) চিহ্ন	এক সেকেন্ড
:	কোলন	এক সেকেন্ড
:-	কোলন ড্যাশ বা কষি চিহ্ন	এক সেকেন্ড
——	ড্যাশ	এক সেকেন্ড
-	হাইফেন	থামার প্রয়োজন নেই
’	ইলেক বা লোপ চিহ্ন	থামার প্রয়োজন নেই
“ ”	উদ্ধরণ বা উদ্ধার বা কোটেশন	১ (এক) উচ্চারণে যে সময় লাগে
(),{},[ ]	ব্রাকেট বা বন্ধনী চিহ্ন	থামার প্রয়োজন নেই
√	ধাতুদ্যোতক চিহ্ন	ব্যাকরণিক চিহ্ন
>	পূর্ববর্তী রূপবোধক চিহ্ন	ব্যাকরণিক চিহ্ন
<	পরবর্তী রূপবোধক চিহ্ন	ব্যাকরণিক চিহ্ন
=	সমানবাচক বা সমস্বাচক	ব্যাকরণিক চিহ্ন

* যতি বা বিরাম চিহ্নের ব্যবহার ----

কমার ব্যবহার (,):

১। বাক্য পাঠকালে স্বল্প বিরতির প্রয়োজন হলে কমা বসে। যেমন-সুখ চাও, সুখ পাবে পরিশ্রম ও ত্যাগে।

২। একই পদের বারবার ব্যবহারের মাঝে কমা বসে। যেমনঃ আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাব, যাব, যাব।

৩। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ক্রিয়া ব্যবহৃত হলে প্রত্যেকটি পদের শেষে কমা বসবে। যেমন- রহিম, করিম, জব্বার, সেলিম সবাই এসেছে।

৪। সম্বোধন পদের পরে কমা বসবে। যেমন-এই মাঝি, এদিকে এসো।

৫। জটিল বাক্যে খন্ড বাক্যকে আলাদা করার জন্য কমা বসে। যেমন-আমি তাকে চিনি, যে এখানে এসেছিল।

সেমিকোলন (;):

১। কমা অপেক্ষা বেশি বিরতির প্রয়োজন হলে সেমিকোলন বসে।

যেমন-সংসারের মায়াজালে আমরা আটকা; একে কাটিয়ে ওঠা কঠিন।

২। দুটি বাক্যের মাঝে নিকট সম্পর্ক থাকলে সেই বাক্য দুটির মাঝখানে সেমিকোলন বসে। যেমন-আকাশে প্রচ- মেঘ; বৃষ্টি হবে।

কোলন (:):

১। একটি অপূর্ণ বাক্যের পরে অন্য একটি বাক্যের অবতারণা করতে কোলন বসে। যেমন-সভায় সাব্যস্ হল: ছন্দা ও নাফিয়াকে এখনও লেখাপড়া শেখাবেন এবং অনেক বড় বানাবেন।

২। ধারাবাহিক উপস্থাপনের বেলায়। যেমন-ছবিতে বাম থেকে: সফিক, শুভ, মোস্ফা, মলি ও সালমা।

ড্যাশ (—):

ড্যাশ চিহ্ন প্রধানত বাক্যের মধ্যে এবং নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

১. কোনো কথার দৃষ্টান্ত বা বিস্তার বোঝাতে:

(ক) আমার একমাত্র সম্বল — আপনাদের তরুণদের প্রতি আমার অপরিসীম ভালোবাসা, প্রাণের টান।

(খ) বার্ধক্য তাহাই — যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আকড়িয়া পড়িয়া থাকে।

২. বাক্য অসম্পূর্ণ থাকলে বাক্যের শেষে:

(ক) ‘বেহাই, আমি তো কিছু বলিতে পারি না। একবার তাহলে বাড়ির মধ্যে —’

(খ) বাবা গর্জিয়া উঠিলেন, ‘বটে রে —’

৩. গল্পে উপন্যাসে প্রসঙ্গের পরিবর্তন বা ব্যাখ্যায়:

(ক) শিশির — না, এ নামটা আর ব্যবহার করা চলিল না

(খ) অ্যাঁ — এ হইল কী? কলি কি সত্যই উল্টাইতে বসিল?

৪. নাটক বা গল্প-উপন্যাসে সংলাপের আগে:

(ক) — হ গীত না তর মাথা। (পদ্মানদীর মাঝি)

(খ) — অপরাধ স্বীকার করলে?

— হ্যাঁ। প্রথম অপরাধ। তাই ছেড়ে দিলাম। (সৌদামিনী মালো)

৫. তালিকাবদ্ধ পদ বা পদগুচ্ছকে এক কথায় বোঝাতে:

গাড়িতে পাওয়া গেল লাখ লাখ টাকা দামের টিভি, রেডিও, ক্যামেরা, ঘড়ি — সবই ছিল চোরাই মাল।

মেধা, শ্রম ও সৌভাগ্য — এই হলো সাফল্যের চাবিকাঠি।

হাইফেন (-):

১. পঙ্‌ক্তির শেষে শব্দকে ভেঙে লিখতে হলে শব্দের অসমাপ্ত প্রথমাংশের শেষে হাইফেন দিতে হয়। যেমন:

সমাসবদ্ধ শব্দ	লাইনের শেষে/ পরের লাইনে
চাকরিজীবী	চাকরি-/ জীবী
গণতন্ত্রকামী	গণতন্ত্র-/কামী
সাম্প্রতিককালে	সাম্প্রতিক-/কালে

২. কোনো কোনো উপসর্গের পরে:

অ- তৎসম, কু-অভ্যাস, বে-আক্কেল, উপ-উপাচার্য ইত্যাদি।

৩. **সমাসবদ্ধ পদগুলোকে পৃথক করতে হাইফেন ব্যবহার করা হয়।** যেমন: হিতাহিত-জ্ঞানশন্য লোকের এখানে প্রয়োজন নেই।

৪. পাশাপাশি অবস্থিত ভিন্নার্থক বা বিপরীত শব্দের সংযোগ দেখাতে: বাদশাহ-বেগম, আসা-যাওয়া, বাস-ট্রাম, মোগল-পাঠান, হিন্দু-মুসলমান।

৫. সর্বনামীয় বিশেষণের সঙ্গে পরবর্তী বিশেষ্য বা সর্বনাম যোজনে: যা-কিছু, যে-কেউ, যেমন-তেমন, তেমন-কিছু ইত্যাদি।

সমাধান করুন

০১.সম্বোধনের পর কোন চিহ্ন বসে?
A. সেমিকোলন B. বিস্ময়
C. দাঁড়ি D. কমা

০২. যতি বা ছেদ চিহ্ন কয়টি?
A. ৯টি B. ১০টি C. ১১টি D. ১২টি

০৩. পূর্ণ বাক্যের শেষে কোন চিহ্ন ব্যবহৃত হয়?
A. কমা B. কোলন
C. দাঁড়ি D. সেমিকোলন

০৪. বাংলা ভাষার নিজস্ব বিরামচিহ্ন কোনটি
A. কমা B. প্রশ্নচিহ্ন
C. দাঁড়ি D.বিস্ময়চিহ্ন

০৫. বাংলা ভাষায় যতি বা ছেদ–চিহ্নের প্রবর্তক কে?
A. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর B. রাজা রামমোহন রায়
C. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় D. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

০৬. বাংলা সাহিত্যে দাঁড়ি, কমা, কোলন ইত্যাদি বিরাম চিহ্ন কে প্রথম ব্যবহার করেন?
A. মাইকেল মধুসূদন দত্ত B. প্যারীচাঁদ মিত্র
C. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর D. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

০৭. 'বিরাম চিহ্ন' ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?
A. ধ্বনিতত্ত্বে B. শব্দতত্ত্বে
C. রূপতত্ত্বে D. বাক্যতত্ত্বে

০৮. নিচের কোনটি বিরামচিহ্ন নয়?
A. কমা [,] B. সেমি-কোলন [;]
C. ড্যাস [–] D. হাইফেন [-]

০৯. কোনটি বিরাম চিহ্ন নয়?
A. – B. : C. ; D. " "

১০. বাংলা ভাষায় বিরাম চিহ্ন প্রবর্তন করেন কে?
A. প্রমথ চৌধুরী B. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
C. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর D. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১. একাধিক স্বাধীন বাক্যকে একটি বাক্যে লিখলে সেগুলোর মাঝখানে ব্যবহৃত হয়–
A. ড্যাশ B. কমা
C. সেমিকোলন D. হাইফেন

১২. বাক্য অসম্পূর্ণ থাকলে বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয়–
A. ড্যাশ B. সেমিকোলন
C. কমা D. কোলন

১৩. জটিল বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক খ- বাক্যের পরে বসে–
A. কমা B. দাঁড়ি
C. সেমিকোলন D. কোলন

১৪. বাংলা ভাষায় বিরাম চিহ্ন প্রবর্তন করেন কে?
A. প্রমথ চৌধুরী B. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
C. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর D. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

MUSAFIR RAHAD